R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-৯৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মূল্যে
সিমেন্টের জন্য
যোগাযোগ করুন
পঃ বঃ সরকার অনুমোদিত ডিলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৬শ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২২শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৮৬ সাল।
৬ই জুন, ১৯৭৯ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯, সডাক ১০,

ভাগীরথীতে সেতু তৈরী ও খড়খড়ি সেতু সম্প্রসারিত হবে

নিজস্ব সংবাদদাতা : অবশেষে ভাগীরথী নদীর উপর রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহরের মধ্যে সংযোগকারী সেতু তৈরীর সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সেতুটি তৈরী করতে আনুমানিক দেড় কোটি টাকা খরচ পড়বে বলে ধরা হয়েছে। মাপজোক এবং প্ল্যান এষ্টিমেটের পর আনুমানিক ব্যয়-বরাদ্দের এই হিসাব ধার্য হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে রাজ্য সরকার অথবা কেন্দ্রীয় সরকার—সেতুটি কে তৈরী করবেন সে সম্পর্কে কোন পাকা সিদ্ধান্তের খবর এখনও পাওয়া যায়নি। অবশ্য রাজ্য সরকারই করুন আর কেন্দ্রীয় সরকারই করুন, তাতে স্থানীয় জনসাধারণের কিছু যায় আসে না ; সবাই চান এখানে অবিলম্বে সেতুবন্ধন হোক। রাজ্য ও কেন্দ্রের রাজনৈতিক টানাপোড়েনে যেন প্রকল্পটি বানচাল না হয়ে যায়। এ দাবি দীর্ঘদিনের। এবং এ দাবি দলমতনির্বিশেষে প্রত্যেকের। রঘুনাথগঞ্জবাসীদের জন্য আর একটি সুখবর আছে। সেটি হচ্ছে খড়খড়ি সেতু সম্প্রসারণ মহকুমা শহরের সঙ্গে যোগাযোগের প্রধান সড়কের ওপর বর্তমান খড়খড়ি সেতুটি সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর জন্য ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর হয়েছে ২৭,৮৪,৫০০ টাকা। কাজ খুব শিগ্‌গির শুরু হবে বলে জানা গেছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামী রাম সেনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে তাঁর নামে সেতুটির নামকরণের দাবি উঠেছে। সেতুটি সম্প্রসারণের কাজ শেষ হলে পরিবহণ ব্যবস্থার প্রসার ঘটবে এবং অবশ্যম্ভাবী দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হবে।

পাশে ক্যানেল, অথচ আউশ জ্বলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতী থানার হিলোড়া গ্রামের পাশ দিয়ে ক্যানেলে প্রচুর পরিমাণে সেচের জল প্রবাহিত হচ্ছে। অথচ সেচের জলের অভাবে সেখানকার প্রায় ত্রিশ বিঘা জমির আউশ ধান রোদে জ্বলে নষ্ট হতে চলেছে। ক্যানেল থেকে সেচের জলের আশায় চাষীরা ফি সন এলাকায় আউশ ধান বুনে থাকেন। এবারও তাঁরা বুনেছিলেন। কিন্তু টাকা দিয়েও এবার সেচের জল পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, টাকা দিতে চাইলেও ক্যানেল থেকে সেচের জল দেওয়া হবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। চাষীদের আশা, যদি এখনও জল দেওয়া হয় তবে ধান বেঁচে যাবে, খরচের টাকা অন্ততঃ ঘরে ফিরে আসবে।

গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, গ্রামের আটটি টিউবওয়েলের মধ্যে মাত্র দুটি ভালো আছে। প্রচণ্ড খরায় ওই দুটির ওপর পানীয় জলের জন্য ভীষণ চাপ পড়ছে। ওই দুটিও অকেজো হয়ে গেলে আর পানীয় জল পাওয়া যাবে না। তাই তাঁরা অবিলম্বে অকেজো টিউবওয়েলগুলি মেরামতের দাবি জানাচ্ছেন।

ক্ষতিগ্রস্ত স্কুল সরকারী সাহায্যলাভে বঞ্চিত

জঙ্গিপুর, ৬ জুন—আটাত্তরের বন্যায় ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারী অনুদান লাভে বঞ্চিত হচ্ছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। একটি খবরে জানা গেছে, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যরা রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলগুলি পরিদর্শন করে এমন কতকগুলি স্কুলকে সরকারী সাহায্যের জন্য সুপারিশ করেছেন, যাদের কোন ক্ষতি হয়নি ; অথচ সুপারিশের জোরে এই সব স্কুল ৪০০ টাকা করে অনুদান পেয়েছে। ওই খবরে আরো জানানো হয়েছে, বন্যাবিধ্বস্ত ত্রিমোহিনী প্রাথমিক বিদ্যালয়টির এত ক্ষতি হয়েছে যে ৪০০ টাকার অনুদানে সেটি সংস্কার করা সম্ভব হয়নি। ঘরের অভাবে এখনও সেখানে ফাঁকা মাঠের মধ্যে গাছতলায় ক্লাস নিতে হচ্ছে। এই ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলগুলিকে আরো বেশী করে সরকারী অনুদান দেওয়া উচিত বলে অনেকে মত পোষণ করছেন।

নির্বিঘ্নে পরীক্ষা চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : এই মহকুমায় এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা নির্বিঘ্নে চলছে। মহকুমার বাড়ালা ও জঙ্গিপুর কেন্দ্রে মোট ৮৭৩ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছে বলে সরকারীভাবে জানা গেছে। পরীক্ষার জন্য সাগরদীঘি রুটে বিশেষ বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু মুরারই রুটে সেরকম কোন ব্যবস্থা না করায় পরীক্ষার্থীরা যাতায়াতে দুর্ভোগ পোহাচ্ছে এবং বাড়ালায় পরীক্ষার প্রথম দিনে রঘুনাথগঞ্জের কয়েকজন উচ্ছৃঙ্খল যুবকের অশালীন আচরণে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

কাকা-ভাইপো খুন

অরঙ্গাবাদ, ১ জুন—ত্রাণ বণ্টনে দুর্নীতি নিয়ে দুই দলের রেষারেষিতে গতকাল সুতী থানার গাঙ্গিন গ্রামে এক দলের আক্রমণে অন্য দলের দুই গ্রামবাসী নিহত হয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে। জানা গিয়েছে, ত্রাণ বাবদ ৪ কুঃ চাল ও ৪ কুঃ গম তছরূপের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছুদিন ধরে দুই দলের মধ্যে রেষারেষি চলছিল। গতকাল এক দলের লোকেরা যখন মাঠে গরু চরাচ্ছিলেন, অপর পক্ষের লোকেরা তখন তীর-ধনুক, হেঁসো প্রভৃতি নিয়ে তাঁদের আক্রমণ করে এবং বোমা ফাটায়। এই আক্রমণে সুধাংশু সরকার ও তাঁর কাকা রায়বরণ সরকার নিহত এবং ৪ জন গ্রামবাসী আহত হন।

অনশন ধর্ম্মঘট

বিশেষ প্রতিনিধি, ৬ জুন—বিড়ি কোম্পানীতে পুনর্বহালের দাবিতে বলরাম সিংহ নামে একজন বিড়ি শ্রমিক আগামী কাল থেকে অনির্দিষ্ট-কালের জন্য অনশন ধর্মঘট করবেন। এ খবর দিয়ে এস ইউ সি নেতা অচিন্ত্য সিংহ জানান, জরুরী অবস্থার সময় বলরাম সিংহসহ ৬ জন বিড়ি শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয় তার মধ্যে তিনজন শ্রমিক মারা যান। তাঁদের পরিবার-বর্গের আর্থিক ক্ষতিপূরণ, চাকরিতে পুনর্বহাল প্রভৃতির দাবিতে বলরাম সিংহ অনশন ধর্মঘট শুরু করছেন।

ফরাক্কায় কর্মী ধর্ম্মঘট

ফরাক্কা ব্যারেজ, ৬ জুন—যুক্ত সংগ্রাম কমিটির ডাকে বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে ফরাক্কা প্রকল্পের প্রায় তিন হাজার কর্মী ২, ৪ ও ৫ জুন ধর্মঘট পালন করেন। আজ তাঁরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম কমিটির আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

প্রধান অফিস ঘেরাও

সাগরদীঘি, ৬ জুন—বুধবার এই ব্লকের বালিয়া অঞ্চলের নওপাড়া গ্রামের একদল অধিবাসী মিছিল করে এসে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের অফিস ঘেরাও করেন। প্রধানের বিরুদ্ধে খয়রাতি সাহায্য বণ্টন, কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প এবং পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থায় অবহেলার অভিযোগে গ্রামবাসীদের এই ঘেরাও বলে জানানো হয়েছে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৮৬।

ট্রাডিশন অব্যাহত

যদি কেহ রঘুনাথগঞ্জ হইতে মুরারই বাসরুটের মধ্যবর্তী কোন ষ্টপেজে বাসে উঠিতে চাহেন, মুরারই যাওয়ার পথে হউক বা সেখান হইতে আসার পথে হউক, তাঁহাকে অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হইতে হইবে। নহিলে নরদেহের ঠাসাঠাসি ভেদ করিয়া রক্তমাংস দেহধারীর পক্ষে বাসে উঠা সম্ভব নয়। তিনি আণবিক আকৃতির হইলে ফাঁক-ফুকর দিয়া প্রবেশ সম্ভব। প্রবেশ লাভের পরের সমস্যা হইতে শ্বাসকার্য চালান। বাসের জানালাগুলির সামনে দণ্ডায়মান মানুষের গাদা ভেদ করিয়া বায়ুর ভিতরে প্রবেশ নিষেধ। স্বল্প পরিসর ঘুপচি-খুপরির মধ্যে অক্সিজেন এতগুলি লোককে যোগান দিতে পারে না। তদুপরি দোর্দণ্ড মার্তণ্ডের অগ্নিতাণ্ডব অবস্থাকে আরও অসহনীয় করিয়া থাকে। যাঁহারা আগে হইতে জায়গা দখল করিয়া বসিয়া থাকেন, তাঁহাদেরও স্বস্তি নাই। শ্বাসরোধকারী অবস্থা হইতে প্রত্যেকেই মুক্তিকামী হইয়া প্রার্থনা করেন, কখন বাস তাঁহাদিগকে গন্তব্যস্থলে নামাইয়া দিবে। বহুসংখ্যক ভাগ্যবান বাসগুলির ছাদ দখল করিয়া মাছি-পিঁপড়ার ন্যায় গিজগিজ করেন এই আশায় যে, অগ্নিবর্ষণ সহ্য করিয়াও তাঁহার শ্বাস-কার্য চালাইতে পারিবেন। যত বিপদ শিশু নারী বৃদ্ধদের। শিশুর ট্যাঁট্যাঁ, নারীর ও বৃদ্ধের হা-হুতাশ বাসাভ্যন্তরের আবহাওয়াকে আরও ক্লেদাক্ত করিয়া তুলিলেও যন্ত্রযানটির যান্ত্রিক আর্তনাদ করা ছাড়া আর কোন অনুভূতির ক্ষমতা নাই তাই রক্ষা। এই রুটের তাবৎ বাসমালিক-দেরও ধন্যবাদ যে, 'এতজন বসিবে' নির্দেশিত অনুজ্ঞার কম করিয়া কয়েকগুণ যাত্রী রহিয়া হাতে পাওয়া ভাড়াবাবদ মুদ্রার টনৎকার ও কাগজী নোটের খসখসৎকার শুনিয়া কর্ণপটহ বিকল হইয়া যাওয়ায় হা-হুতাশ, ট্যাঁট্যানি তাঁহাদের শ্রুতিমূলে পৌঁছায় না।

ধন্যবাদ আর, টি, এ সংস্থাকে এবং জেলা ও মহকুমা স্তরের কর্তৃস্থানীয়দের। যেহেতু কোন মান্ধাতার আমলে এই রুটে আরও বাস চালু করার বিরুদ্ধে হাইকোর্ট নাকি ইনজাংশন দিয়াছিলেন, তাহা এই কলির অন্তেও চালু রহিয়া জনগণের অশেষ দুর্গতির কারণ হইয়া 'গণপতি জয়মা সেবা সেবক' সার্থক জনসেবকত্ব অর্জন করিয়া পারলৌকিক পুণ্য সঞ্চয় করিতেছে। যখন যেমন জিন্দাবাদ এর আহ্বানে এই জনগণ, নেতাদের খেয়ালের খেলায় বুক দিতে এই জনগণ, নানা দুর্ভোগে ভুগিতে এই জনগণ, সমষ্টির পিণ্ডক্রিয়ার দ্বারা ব্যষ্টির পুষ্টিসাধনেও এই জনগণ। বহাল থাকুক এই রুটে আরও বাস না দেওয়ার ব্যবস্থা, সীমা ছাড়াইয়া যাক এই রুটের যাত্রীদের পয়সা দিয়া আরও বহুগুণ কষ্টভোগ। 'আমাদের সর্বপ্রকার কষ্ট, সর্বপ্রকার ত্যাগ ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য সহ্য করিতে হইবে'—সুধী জনবাণী প্রণধানযোগ্য।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

পঞ্চায়েতের দুঃশাসন

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক আদেশ বলে জেলা শাসক পূর্বতন ব্যবস্থার অবসান ঘটাইয়া সংকারী খাস জলাগুলি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিলি বন্দোবস্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সমস্ত প্রধানগণকে জানাইয়া দিয়াছেন। অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েৎ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন জানি না, তবে মনিগ্রাম অঞ্চল প্রধান শ্রীঅমিয়-কুমার মুখোপাধ্যায় ও গ্রাম সেবক শ্রীঅরুণকুমার প্রামাণিক মহাশয় পঞ্চায়েৎ সভার বিনা সিদ্ধান্তে নিজে এবং নিজ গ্রামের কিছু যুবককে সঙ্গে লইয়া তাঁহার অঞ্চলস্থ সমস্ত খাস পুষ্করণীগুলির মাছ ধরিয়া দখল লইতেছেন এবং ধৃত মাছগুলি নিজ ইচ্ছামত বিক্রয় করিয়া অর্থ উপার্জন করিতেছেন। বর্তমানে অঞ্চলবাসী-গনের মনে প্রশ্ন জাগিতেছে যে, গ্রাম প্রধান ও গ্রামসেবক মহাশয়ই কি পঞ্চায়েৎ সভার বিনা সিদ্ধান্তে এইরূপ কার্য্য করিতে পারেন? এমন কি এই সকল ঘটনা অনেক গ্রাম পঞ্চায়েৎ সদস্যগণ অবহিত নহেন। অতএব এই বেআইনী উপার্জিত অর্থ কোথায় যাইতেছে এবং কেনই বা সরকারী নির্দেশ অমান্য করিয়া নিজ খেয়াল খুশীমত কার্য্য হইতেছে তাহা বুঝিতেছি না। একই ঘটনা ঘটে গত ২৯।৪।৭৯ তারিখ এই অঞ্চলের ভূমিহর গ্রামে। সেখানেও উপস্থিত ছিলেন মনিগ্রাম অঞ্চল প্রধান ও গ্রামসেবক এবং মনিগ্রামের কিছু ভাড়া করা লোক। উক্ত খাস পুষ্করণীর প্রায় ৩।৪ কুইন্টাল মাছ ধরার পর গ্রামবাসীগণ তাঁহাদের এই বেআইনী কার্য্যকলাপ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিলে শেষে বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয় এবং প্রধান মহাশয় সুকৌশলে গ্রামবাসীদিগকে ভুল বোঝান। আজ অঞ্চলস্থ সকল অধিবাসী-গণের জিজ্ঞাসা, এটা তুঘলকী শাসন, পঞ্চায়েতের দুঃশাসন, না সরকারের অঞ্চলে অঞ্চলে নূতন ভাবে জমিদারী প্রথা চালু করার বেনামী পদক্ষেপ? জনপ্রিয় ফ্রন্ট সরকার কি এই সকল স্বেচ্ছাচার মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের দুর্নীতি দমনে সচেষ্ট হইবেন না? দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমিহর (সাগরদীঘি)।

জনতার অভিযোগ ভিত্তিহীন

কয়েকজন রাজ্য জনতা দলের নেতা অভিযোগ করেছেন যে, সি পি আই (এম) দলের সদস্যরা পুলিশের সঙ্গে সম্প্রতি মরিচঝাঁপি গিয়ে শরণার্থীদের ঘরবাড়ী তছনছ করে দিয়েছে ও তাদের ঐ জায়গা ছাড়তে বাধ্য করেছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু ঐ অভিযোগকে 'ভিত্তিহীন' বলে অভিহিত করেছেন। ১৮ মে, কলকাতায় এক বিবৃতিতে শ্রীবসু জোর দিয়ে বলেছেন, একজনও সি পি আই (এম) সদস্য মরীচঝাঁপি যাননি। ৮ মে তারিখে তিনি নিজে দণ্ডকত্যাগীদের কাছে আবেদন জানিয়ে তাঁদের দণ্ডকারণ্যে ফিরে যেতে বলেন। এরপর জেলা শাসক ও অন্যান্য আধিকারিকগণও সে চেষ্ট অব্যাহত রাখেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল,সমিতির কয়েকজন নেতাকে গ্রেপ্তার করার পর (যাদের বিভিন্ন মামলা উপলক্ষে খোঁজা হচ্ছিল এবং যারা ইচ্ছুক দণ্ডকত্যাগীদের প্রত্যাগমনে বাধা দিচ্ছিল) স্বেচ্ছায় শরণার্থীরা মরিচঝাঁপি ছেড়ে সরকারী লঞ্চে করে দণ্ডকারণ্যের পথে সাময়িক শিবিরের দিকে অগ্রসর হন।—মহকুমা তথ্য আধিকারিক সদর, মুর্শিদাবাদ।

নাট্যমোদীর দুঃখ

সংস্কৃতি পরিষদ প্রকাশিত ১৩৮৬ সালের স্মারকগ্রন্থে জঙ্গিপুর মহকুমার নাট্যচর্চা বিষয়ক লেখা পাঠ করে কিছুটা বেদনা বোধ করছি। অতীতের নাট্যচর্চা এবং বর্তমানের কয়েকটি নাট্যসংস্থার ইতিহাস তুলে ধরলেই যে একটি মহকুমার নাট্যচর্চার ইতিহাস লেখা হয়, জানা ছিল না। যে সব মানুষের প্রয়াশে বর্তমানে জঙ্গিপুরে নাটকের প্রসার তাঁদের কথা লেখায় দেখতে পেলাম না। আশ্চর্য্য হলাম ৺পশুপতি চট্টোপাধ্যায় এবং মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাম কোথাও স্থান পাবার অধিকার পায়নি। যে কজন মানুষ জঙ্গিপুরে ভাল নাটক করায় ব্রতী হয়েছিলেন তাঁরা হচ্ছেন ৺পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহরিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমোহিত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রশান্ত সান্যাল এবং শ্রীশৈলপতি ভট্টাচার্য্য। পত্রলেখকের অভিজ্ঞতায় এঁদের নাম জঙ্গিপুর তথা মুর্শিদাবাদের বাইরেও শোনা যায়। বর্তমানে যে কয়টি নাট্যসংস্থা জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জে আছে, তাদের অধিকাংশই এঁদের কারও না কারও কাছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঋণী। যতদূর জানি পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের জঙ্গিপুরের নাটকের ইতিহাস সম্পর্কিত লেখা জঙ্গিপুর সংবাদে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ৺পশুপতি চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীহরিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়েরযুগ্ম নির্দেশনায় কর্ণার্জুন আজও বহু নাট্যমোদীকে রোমাঞ্চিত করে। মোহিত চট্টোপাধ্যায় এখন সারা ভারতের নাট্যসাধকদের একজন প্রশান্ত সান্যালের মতো শক্তিমান অভিনেতা এবং মৌলিক শিল্প সমন্বিত নির্দেশক বর্তমানকালেও জঙ্গিপুর মহকুমায় বড় একটা চোখে পড়ে না। শৈলপতিবাবুর উদ্যম ও নাটক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রচেষ্টা অনেকের কাছে শ্রদ্ধার এবং ঈর্ষার বিষয়, অথচ আশ্চর্য্য এঁদের সম্পর্কে নমো নমো করেই লেখা সাঙ্গ করা হয়েছে, যদিও ৺পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের নাম মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। আসলে বলতে চাইছি সেকাল এবং একালের মধ্যবর্তীকালের নাট্যপ্রয়াস, লেখায় স্থান পায়নি। জঙ্গিপুরের একজন নাট্যমোদী হিসেবে এ দুঃখ রাখি কোথায়?—মিহিররঞ্জন চৌধুরী, জঙ্গিপুর

দক্ষিণের হাতছানি

শ্রীবরুণ রায়

যোগাযোগটাও অদ্ভুত। পান্নালাল দাশগুপ্তের শ্রীনিকেতনের 'লোকবস্ত্র প্রকল্পের' রবি দাশগুপ্ত তামিলনাড়ু যাবেন সেখানকার গ্রামীণ বস্ত্রশিল্প সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের জন্য। সঙ্গে নিয়েছেন শ্রীনিকেতনের বয়ন বিভাগের অধ্যক্ষ বিশেষজ্ঞ এস্, শ্রীনিবাসনকে। তিনি তামিলনাড়ুর লোক, অবশ্য বাড়ী বাঙ্গালোর। আমি চলেছি সাংবাদিক হিসাবে তথ্য আহরণে এঁদেরকে সাহায্য করতে যাতে পরবর্ত্তীকালে কিছু কলমবাজি করতে পারি। আসলে কিন্তু আবার উদ্দেশ্য অন্য।

বেকার সমস্যা সমাধানে গ্রামীণ কর্মোদ্যোগ কি ভাবে গড়ে উঠ্‌তে পারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক মন্ত্রীবন্ধু সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করছেন। আমার তামিলনাড়ুর অভিজ্ঞতা তাঁর কাজে আসতে পারে একথা ভেবেই আমি বন্ধু রবি দাশগুপ্ত ও শ্রীনিবাসনের সঙ্গী হয়েছি। তাছাড়া দক্ষিণ ভারতের পাহাড় আর সমুদ্র, সেখানকার লোক-সঙ্গীত ও নৃত্যকলা, প্রাচীন মন্দির-ভাস্কর্য ও মূর্ত্তিগঠনশৈলী এসবের হাতছানি তো আছেই। আছে পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের ডাক।

২০শে এপ্রিল বিকালে আমরা তিন বন্ধু হাওড়ায় দ্রুতগামী ট্রেন করোমণ্ডল এক্সপ্রেসে চেপে বসলাম। অত্যন্ত লম্বা পা ফেলে চলেছে গাড়ী। প্রথম থামবে ভুবনেশ্বরে। গাড়ীতে রাত্রের খাবার দিয়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বেশ ভাল খাবার। আমরা আহার্যের সদ্ব্যবহার করছি। ওদিকে পাশেই এক উড়িষ্যানন্দন এবং এক কেরলপ্রবর কোথাকার খাদ্য ভাল এবং মুখরোচক তাই নিয়ে তুমুল তর্ক জুড়ে দিয়েছে। গাড়ী ছুট্‌ছে, তর্ক চলছে। পাশে রিণ রিণ গলায় একটি মেয়ে কানাড়ী সঙ্গীত গাইছে। কখন চোখ ঘুমে জড়িয়ে এসেছে। "কফি, কফি"—হাঁক শুনে ধড়মড় করে উঠে দেখি ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে ওয়ালটেয়ার ষ্টেশনে। উড়িষ্যা ও কেরল দিব্যি পাশাপাশি বসে মৌজ করে কফি খাচ্ছে।

রুক্ষ, ঊষর প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে। মাঝে মধ্যে দু'চারটি পাহাড়। দুটি একটি কুটীর, কলসি মাথায় গ্রাম্যবধূ। বাইরে অন্ধ্রের গ্রাম্য প্রকৃতি আর তার সরল মানুষ, ট্রেনের কামরায় পাঁচমিশেলী শহুরে পুতুল। বাইরে রৌদ্রোজ্জ্বল শান্ত প্রকৃতি, কামরায় শিক্ষিত মানুষের উগ্র জীবনের তীব্র ঘূর্ণাবর্ত্ত।

ট্রেন এসে পৌছাল ভিজাগাপট্টমে। ট্রেন চল্‌ছে, আমাদের মুখও চল্‌ছে। বিকাল নামল। বাইরে প্রকৃতির পট পরিবর্ত্তন হয়েছে। সাজানো কারখানা, দোকান, সুন্দর পিচের রাস্তা, দ্রুত ধাবমান মোটরগাড়ী, উঁচু মাথা তোলা বাড়ী। ট্রেন মাদ্রাজ সেন্ট্রাল ষ্টেশনে এসে দাঁড়াল। শ্রীনিবাসনের ভাইপো এসেছে আমাদের স্বাগত জানাতে। এখানে ট্রেন বদল করে আমরা 'নীলগিরি এক্সপ্রেস' ধরলাম। এবার আমাদের যাত্রা পশ্চিমঘাটের দিকে।

খাওয়া দাওয়ার পর বেশ জমিয়ে বসা গিয়েছে। এতক্ষণে শ্রীনিবাসনের ঝোলা থেকে বিড়াল বের হল। একটি টেপরেকর্ডার। শান্তিনিকেতনে বসে শ্রীনিবাসন কিছু রবীন্দ্র সঙ্গীতের তামিল অনুবাদ করেছে। শ্রীনিবাসনের সুকণ্ঠী স্ত্রী কানাড়ী রাগে তাতে সুরসংযোগ করেছে। মুদিত নয়ন শ্রীনিবাসন মাথা নাড়ছে। আমরা বিস্ফারিত নয়নে চারিদিকে তাকাচ্ছি আর শুনছি। দুটি তামিল কন্যা মাথা দোলাচ্ছে। ট্রেন ছুটে চলেছে। রাত্রি এগারোটায় আসর ভাঙ্গল। এবার নিদ্রাদেবীর সাধনা। ভোরবেলা আমরা পৌছাব 'দক্ষিণ ভারতের ম্যান্‌চেষ্টার' আমাদের প্রথম গন্তব্যস্থান কোয়েম্বাটুরে। সেখানে আমরা শিল্পপতি ডি বালসুন্দরমের আতিথ্য গ্রহণ করব।

ঠিক ভোর ছ'টা ত্রিশে নীলগিরি এক্সপ্রেস কোয়েম্বাটুর ষ্টেশনে এসে দাঁড়াল। বালসুন্দরমের দুই কারখানার ম্যানেজার বৈদ্যনারায়ণ এবং আবুল কালাম আজাদ অত ভোরে গাড়ী নিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত। ষ্টেশন থেকে সোজা গিয়ে উঠ্‌লাম ছ'তলা লাক্সারি আবাস হোটেল গুরুতে। ইড্‌লি, দোসা, বড়া সহযোগে কফি দিয়ে প্রভাতী জলযোগ করা গেল।

স্নান করে আমরা তৈরি হয়েনিলাম। প্রথমে দেখতে যাব বালসুন্দরমের তিনটি কারখানা—মেসার্স ইন্‌জিনিয়ারিং কোম্পনী, ইরিস

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE
CHIEF MEDICAL OFFICER OF HEALTH
MURSHIDABAD

TENDER NOTICE

Sealed tenders are invited from bonafide firms and general order suppliers for supply of (a) Medicine (b) Chemicals (c) Equipments, Furniture and Instruments for one year with effect from the date of acceptance of the tenders.

Terms and Conditions :

1. Details specifications of items required from time to time for Sadar Hospital, Berhampore General Hospital, Sub-divisional Hospitals, Health Centres, A. G. Hospital and F. R. E. Hosp D. F. W. B., Unit, Murshidabad may please be collected from the Office of the Chief Medical Officer of Health, Murshidabad on any working day between 11 a. m. to 2 p. m free of charges.
2. Rates should be quoted including delivery charges to the District Reserve Stores, Sadar Hospital, General Hosp. D. F. W. B., Unit and All Sub-divisional Hosp., Murshidabad free of charges according to the Unit of account shown in the list of items.
3. Up-to-date Sales Tax and Income-Tax clearance certificates should be attached along with the each group of tender.
4. Tender for each group should be submitted to the Officer of the Chief Medical Officer of Health, Murshidabad District Reserve Stores, Berhampore. The last date of tender submission is 15-6-79 within 2 p. m. and will be opened in the Office of the C. M. O. H., Murshidabad on 15-6-79 at 3 p. m. The Tenderer may be present at that time if desired.
5. A sum of Rs. 250/-(Rupees two hundred and fifty) only should be deposited as Earnest Money through Treasury Challan under the Head of 843 P deposit and Advance Civil/Revenue deposit for each group of tender in favour of C. M. O. H., Murshidabad and an accepted copy of the challan should be enclosed along with the tender.
6. Each Successful Tenderer shall have to deposit a sum of Rs. 5000/ (Rupees Five thousand) only for Medicines, Rs. 2000/ (Rupees two thousand) for Chemicals and Rs. 3000/ (Rupees three thousand) only for Equipment, Furniture and Instruments in N. S. C. or Postal Savings as Security money which should be pledged in favour of C. M. O. H., Murshidabad.
7. Tender in respect of Medicines must not be accepted if proper Drug Licence of the Pharmacy and Manufacturets names are not furnished.
8. In cases where the name of the Manufacturers have not been mentioned the tenderer will please mention the names of the Manufacturers firms whose products will be supplied by them.
9. Incomplete tenders will be rejected.
10. The undersigned is not bound to accept the lowest or any tender and reserved the right to cancell any tender without showing any reasons whatsoever. The above tender have been asked for on behalf of C. M. O. H., Murshidabad.

Chief Medical Officer of Health
Murshidabad.

দক্ষিণের হাতছানি

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ইন্‌জিনিয়ারিং ইণ্ডাষ্ট্রিজ এবং অল্ টুল্‌স প্রাইভেট লিমিটেড। প্রথমটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর স্বয়ং বালসুন্দরম্, দ্বিতীয়টির তাঁর স্ত্রী বিকমলম্ এবং তৃতীয়টির তাঁদের ছেলে জয়চন্দ্রন। প্রথম দু'টি কারখানা কুটির শিল্পে নিয়োজিত বিদ্যুতচালিত বস্ত্রবয়ন কারখানার যন্ত্রপাতি তৈরী করে। বালসুন্দরম ও তাঁর ছেলে বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত ইন্‌জিনিয়ার। বালসুন্দরম্ নতুন ধরনের 'রিলিং মেশিন' উদ্ভাবন করেছেন। কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর খাদি বোর্ডের সহযোগিতায় এঁরা লক্ষ্ণৌ, বাঙ্গালোর, পেরামান্নালুর, সুলুর, আদিয়ানি ভাল্লাসু, তাঞ্জোর, ত্রিমান্নালোর, ত্রিপুর প্রভৃতি বিভিন্ন লোকবস্ত্র প্রকল্পে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেছেন। শ্রীনিকেতনে রবিবাবুদের লোকবস্ত্রের যন্ত্রপাতিও এঁদের সরবরাহ করা। যন্ত্রপাতি চালু করার জন্য 'টেকনিক্যাল নো হাউ' শিখতে শ্রীনিকেতন লোকবস্ত্র প্রকল্প থেকে রবিবাবু দু'তিনজন কর্মী পাঠাবেন বলে ঠিক হ'ল।

'অল্ টুল্‌স্ প্রাইভেট লিমিটেড' হাল্কা মোটর গাড়ীর জন্য ডিজেল ইঞ্জিন তৈরী করে। নতুন একটি গাড়ী আমাদের নিয়ে বৈদ্‌নারায়ণের গ্রামের বাড়ীতে ছুটল। এবার আমরা এসে পড়েছি তামিলনাড়ুর গ্রামে।

ছোট্ট একটি সাজানো বাড়ী। বাড়ীর প্রবেশমুখে সুন্দর করে আঁকা 'কোলম্' (আল্পনা)। প্রত্যেক বাড়ীতেই সারা বছর ধরে এখানে কোলম্ দেওয়ার রেওয়াজ।

তামিলনাড়ুর প্রধান উৎসব 'দশহরা'—মহালয়া থেকে বিজয়া দশমী পর্যন্ত। তারপরেই 'দীপাবলি' উৎসব। তবে তামিলনাড়ুর গ্রামে সাধারণ মানুষের প্রাণের উৎসব—'পোঙ্গল'। অনেকটা আমাদের 'নবান্ন' মত। জানুয়ারী মাসে এই উৎসব হয়। গোরুকে সাজিয়ে পুজা দেওয়া হয়, খাওয়ানো হয়। কাক ও অন্যান্য পাখীদের শস্যের দানা উৎসর্গ করা হয়। সকলে নতুন জামাকাপড় কেনে। তামিলনাড়ুর প্রধান পূজা—সরস্বতী ও গণেশ পূজা।

আর একটি জিনিস সকলেরই চোখে পড়বে। এখানকার মেয়েদের অদ্ভুত পুষ্পপ্রেম। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে এমন তামিলকন্যা চোখে পড়বে না যার কবরী বন্ধনে সাদা বা বাসন্তী রংয়ের ফুলের মালা বা পুষ্পস্তবক গোঁজা নাই। পবিত্র ফুলকে এরা জীবনের নিত্যসঙ্গী করে নিয়েছে।

সন্ধ্যাবেলা বালসুন্দরমের বাড়ীতে কফির নিমন্ত্রণ। নীরস ইন্‌জিনিয়ারিং নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও বালসুন্দরম দম্পতি কলারসিক। বন্ধু শ্রীনিবাসনের রবীন্দ্র সঙ্গীতের টেপ বাজিয়ে শোনানো হল। শ্রীমতী কমলম্ উচ্ছ্বসিত তারিফ জানালেন। এক মহিলা 'মৃদঙ্গম্' বাজিয়ে একটি লোকসঙ্গীত পরিবেশন করলেন। লোকসঙ্গীত, মন্দির নৃত্য এবং গ্রামীণ জীবন দেখতে আবার তামিলনাড়ু আসার জন্য সস্ত্রীক আমাকে আমন্ত্রণ জানান হল। (চলবে)

বিদেশী মাল আটক

ফরাক্কা ব্যারেজ, ৪ জুন—ফরাক্কা পুলিশ গতকাল ১৮০টি জাপানী ক্যাসেট ও ১৭টি ইলেকট্রনিক ক্যালকুলেটর আটক করেছে এবং ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে বলে জানা গেছে।

ডাকাত ধৃত ঃ বল্লালপুর থেকে ফরাক্কা পুলিশ এনামুল সেখ নামে একজন কুখ্যাত ডাকাতকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে। অনেকগুলি ডাকাতির অভিযোগে বহুদিন ধরে তাকে খোঁজা হচ্ছিল বলে পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

রাহাজানি ঃ সম্প্রতি সাগরদীঘি থানার উল্লাহারে রাহাজানির ঘটনা ঘটেছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে।

চোরাই বাসন উদ্ধার ঃ সাগরদীঘি থানার দোগাছি গ্রামের একটি পুকুর থেকে কিছু পরিমাণ চোরাই বাসন উদ্ধার করা হয়েছে। ইতিপূর্বে কয়েকটি বাড়ী থেকে কিছু বাসন চুরি যায় বলে খবর।

মহকুমার চারকন্যা সম্বর্ধিত

সংবাদদাতা : বহরমপুরে নেহেরু যুবকেন্দ্র আয়োজিত যুবমেলায় জঙ্গিপুর মহকুমার মিরজাপুর নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবের ঝরনা দাস, প্রণতি সাহা, সুষমা শোশা ও বনানী দাসকে রাজ্য ও সর্বভারতীয় গ্রামীণ খেলাধুলায় সফল প্রতিযোগিনী হিসেবে সম্বর্ধনা জানানো হয়। মেলায় জিমন্যাসটিক প্রদর্শন করে নবভারত স্পোর্টিং ক্লাব। নওদা যুবক সংঘের নাজিম সেখ রাজ্য যুব উৎসবে যোগদানের জন্য জেলা কাবাডি দলে স্থান লাভ করে।

চড়া দরে কয়লা

জঙ্গিপুর, ৬ জুন—রঘুনাথগঞ্জ দু'নম্বর ব্লকের কয়লা ডিলাররা সরকারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠী দেখিয়ে যেমন খুশি চড়া দরে কয়লা বিক্রী করছেন বলে অভিযোগ। রঘুনাথগঞ্জের ডিলাররা প্রশাসন কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে কয়লা বিক্রী করলেও জঙ্গিপুর শহরের ডিলাররা তা করছেন না বলে জানানো হয়েছে।

একটি অভিনব প্রদর্শনী

রঘুনাথগঞ্জ, ৪ জুন—গতকাল স্থানীয় বয়েজ স্কুলে এস ইউ সি পার্টির উদ্যোগে পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কমরেড শিবদাস ঘোষের পাঁচ শতাধিক উদ্ধৃতির একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন সর্বভারতীয় ডি এস ও সম্পাদিকা ছায়া মুখার্জি।

স্কুল-কলেজের খাতা-পত্র কাগজ-কালি-কলম-ফরম ও
যাবতীয় সামগ্রীর বিপুল আয়োজন
পঞ্চায়েতের যাবতীয় খাতা-পত্র-ফরম এবং
বিয়ে-পৈতে-অন্নপ্রাশন ও রকমারী কারডের
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
পণ্ডিত ষ্টেশনারস
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

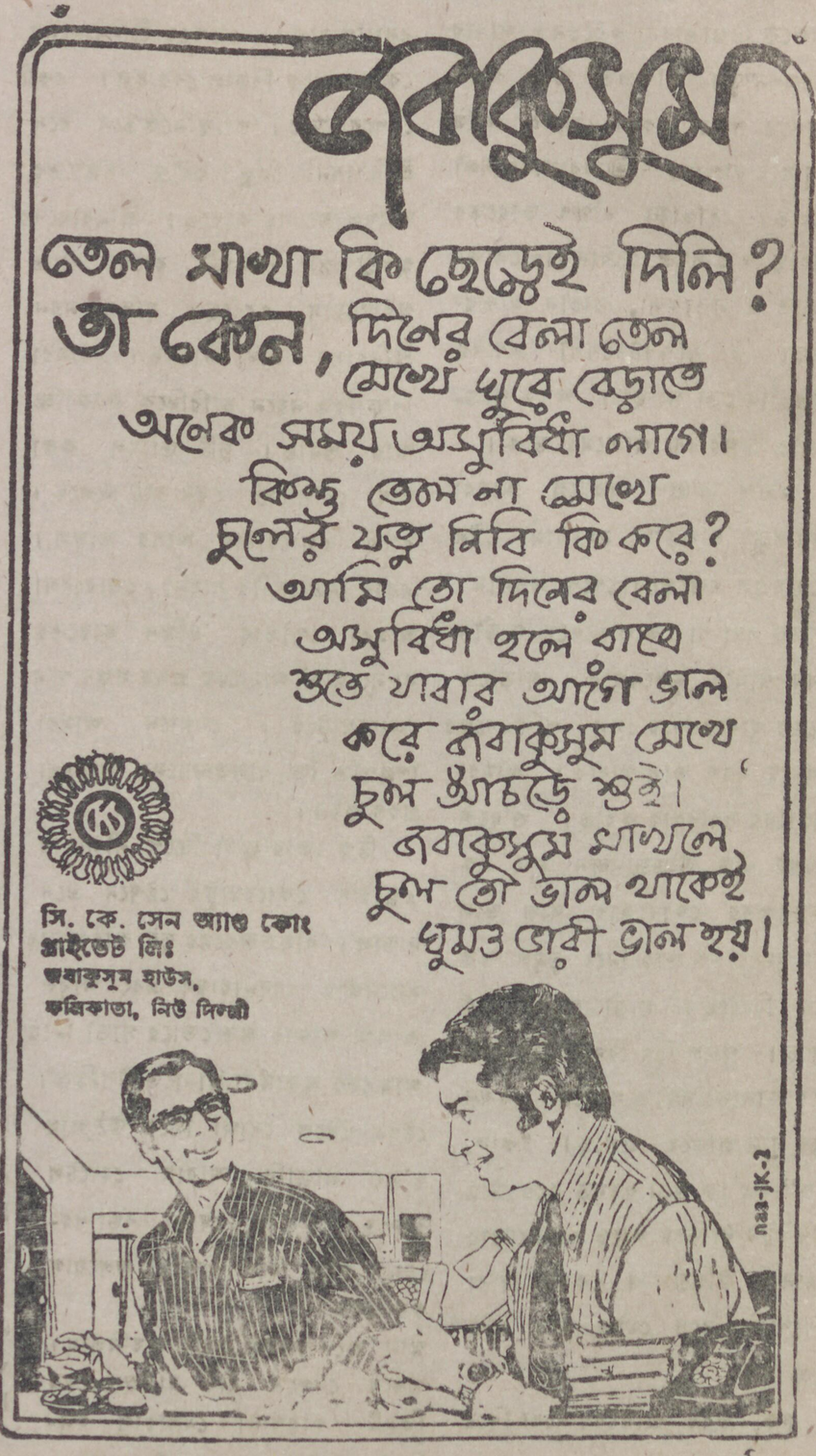

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।